SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department Of Philosophy

বিষয় :- সন্নিকর্ষ

PowerPoint Presentation By

LAXMAN DUTTA

ন্যায় মতে, সন্নিকর্ষ

সংজ্ঞা :- 'সন্নিকর্ষ' শব্দের অর্থ হলো 'সম্বন্ধ'।ন্যায় মতে ,প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তাকে 'সন্নিকর্ষ' বলে ।

যেমন - 'ফুল' প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ফুলের যে সম্বন্ধে ঘটে ,তাই হল 'সন্নিকর্ষ'।

প্রকারভেদ :- ন্যায় দর্শনে, সন্নিকর্ষ মূলত দুই প্রকার - (ক)লৌকিক সন্নিকর্ষ ও (খ)অলৌকিক সন্নিকর্ষ ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ও তার শ্রেণীবিভাগ

(ক) লৌকিক সন্নিকর্ষ - ন্যায় মতে ,ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন বিষয়ের সরাসরি সম্বন্ধ ঘটে ,তখন তাকে লৌকিক সন্নিকর্ষ বলে ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অবস্থিত বস্তু ও তার গুণের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ হয়, তাই হল লৌকিক সন্নিকর্ষ। এই লৌকিক সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে যে বস্তুকে যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে সক্ষম কেবল সেই বস্তু বা তার গুণের সঙ্গে সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে ।

যেমন- লাল বর্ণের বস্তু(□□) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লাল বর্ণের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়।

ন্যায় মতে, লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার । যথা -

(১)সংযোগ সন্নিকর্ষ ,(২)সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ, (৩)সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ,(৪)সমবায় সন্নিকর্ষ,(৫)সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ ও (৬)বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ।

(১) সংযোগ সন্নিকর্ষ :- ন্যায় মতে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দ্রব্যের যে সন্নিকর্ষ ঘটে, তাকে সংযোগ সন্নিকর্ষ বলে।

যেমন- চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ফুল প্রত্যক্ষের সময় চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ফুলের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়।

চক্ষু (ইন্দ্রিয়) + ফুল (দ্রব্য) = সংযোগ সন্নিকর্ষ।

(২) সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ :- ন্যায় মতে,ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যস্থিত গুণ বা কর্ম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সেই গুণ বা কর্মের যে সন্নিকর্ষ ঘটে,তাই হল সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ ।

যেমন - লাল ফুল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লাল ফুলের সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

চক্ষু (ইন্দ্রিয়) + ফুল (দ্রব্য) + লাল বর্ন(গুণ) =সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ।

(৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ :- ন্যায় মতে,ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যস্থিত গুণ বা কর্মের জাতি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সেই জাতির যে সন্নিকর্ষ হয় ,তাকে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ বলে ।

যেমন - চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাল ফুলের 'লালত্ব'জাতিকে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ ঘটে।

চক্ষু (ইন্দ্রিয়) + ফুল (দ্রব্য) + লাল বর্ণ (গুণ) + লালত্ব (গুরুত্ব জাতি) = সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ।

(৪)সমবায় সন্নিকর্ষ :- ন্যায় মতে ,কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কর্ণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের যে সন্নিকর্ষ ঘটে,তাকে সমবায় সন্নিকর্ষ বলে।

কেননা,'শব্দ' হল আকাশের গুণ। তাই আকাশের সঙ্গে শব্দের সমবায় সন্নিকর্ষ ঘটে। আবার নৈয়ায়িকগণ আকাশ বলতে কর্ণেন্দ্রিয়কেই বুঝিয়েছেন। কাজেই শব্দের সঙ্গে কর্ণেন্দ্রিয়ের সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

কর্ণেন্দ্রিয়/ আকাশ + শব্দ(গুণ) = সমবায় সন্নিকর্ষ।

(৫) সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ :- ন্যায় মতে,কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের 'শব্দত্ব' জাতিকে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে।

কারণ 'শব্দত্ব' শব্দে থাকে সমবায় সম্বন্ধে এবং শব্দের সঙ্গে আকাশ বা কর্ণেন্দ্রিয়ের সমবায় সন্নিকর্ষ ঘটে।

কর্ণেন্দ্রিয়/ আকাশ + শব্দ(গুণ) + শব্দত্ব(গুণত্ব জাতি) = সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ।

(৬) বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ :- ন্যায় মতে ,কোন বস্তুর অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে সন্নিকর্ষ ঘটে, তাই হল বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ ।

যেমন - 'ভূতলে ঘটাভাব' প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভূতলে ঘটাভাবের যে সন্নিকর্ষ হয় ,তাই হল বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ।

চক্ষু (ইন্দ্রিয়) + ঘটাভাব (বিশেষণ) + ভূতল (বিশেষ্য) = বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও তার শ্রেণীবিভাগ

ন্যায় মতে, যখন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বা নিকটবর্তী স্থানে না থাকে কিংবা এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ হয়, তখন সেই বস্তুর প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ হয়, তাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে।

শ্রেণিবিভাগ :- ন্যায় মতে ,অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। যথা -

(১) সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ, (২) জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ ও (৩) যোগজ সন্নিকর্ষ।

(১) সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ - যখন কোন বস্তুর সামান্য বা জাতি ধর্মের জ্ঞানের দ্বারা সেই জাতির সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন যে সন্নিকর্ষের প্রয়োজন হয়,তাকে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে।

যেমন -'গোত্ব' জাতি বা সামান্য ধর্মের মাধ্যমে সকল গরু প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ হয়।

(২) জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ - যে প্রত্যক্ষে কোন বস্তুর পূর্ব জ্ঞান সন্নিকর্ষ রূপে কাজ করে তাকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে।

জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এমন বস্তুর সম্বন্ধ হয়,যে বস্তুটির সঙ্গে ওই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সাধারণত হতে পারে না।

যেমন- চক্ষুর দ্বারা চন্দনের সৌরভের প্রত্যক্ষে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ ঘটে।

(৩) যোগজ সন্নিকর্ষ - দীর্ঘদিন যোগাভ্যাসের ফলে যোগীদের আত্মায় এক বিশেষ ধরনের শক্তি বা ধর্ম উৎপন্ন হয়, যা 'যোগজ ধর্ম' নামে পরিচিত। এই যোগজ ধর্মের দ্বারাই যোগীরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অতি সুক্ষাতিসূক্ষ্ম বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যে সন্নিকর্ষ কাজ করে,তাই হল যোগজ সন্নিকর্ষ।

যেমন - মানুষের হস্তরেখা বিচার করে তার অতীত বা ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যোগজ সন্নিকর্ষ হয়।

Thank You